সংবাদ

তারিখ NOV. 02, 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিগত সরকারের শেষ মুহূর্তের কুকর্ম

বিএনপি-জামায়াতের বিগত সরকারের দুর্নীতি ও কুকীর্তির তালিকা অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ। তাদের পাঁচ ব
শাসন আমলে প্রতিনিয়তই যোগ হয়েছে স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের চাঞ্চল্যকর দৃষ্টা
ব্যাপারে সরকারের কারও কোন রাখঢাক ছিল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ বিএনপি-জামায়াত সর
শেষ কাজের দিনেও শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন
মন্ত্রণালয়ের নিজেদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছেন এবং শিক্ষ
নিজ জেলায় দুটি বিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত একটি দাখিল মাদ্রাসাসহ মোট আটটি
প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছেন।

কয়েক মাস আগেই শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকসহ শিক্ষার নীতিনির্ধারকরা আর কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত এবং নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া হবে না বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু ছুটি শুরুর আগের দিন ছয় হাজারের বেশি আবেদন বিবেচনায় না এনে কেবল আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপি করা হয়। যে দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া হয় তার মধ্যে চট্টগ্রামের ইস্ট-ডেল্টা বিশ্ববিদ্য প্রধান উদ্যোক্তা জোট সরকারের তদানীন্তন মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান এবং অ উদ্যোক্তা বেসরকারি সাহায্য সংস্থা 'এসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট'- 'আশা'। কর্নেল (অব. আহমদসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ১০/১২টি আবেদন পড়ে থাকলেও সেগুলো বিবেচনায় আনা হয়নি। সালের অক্টোবর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয় যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন না হওয়া আর কোন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হবে না। এরপরও জামায়াতে ইসলামীর সংসদ দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ কয়েকজন সৌদি উদ্যোক্তাকে বেসরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অ দেয়া হয়েছিল। এবার আরও দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমতি দিয়ে উচ্চশিক্ষার নামে নিজেদের লো 'বাণিজ্য' করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হলো। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেরও মতামত নেয়া কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামান এ প্রসঙ্গে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশো হওয়া পর্যন্ত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া উচিত নয়। আপাতদৃষ্টিতে বিগত সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর উচ্চশিক্ষা ও নিয়মনীতির চেয়ে দুর্নীতি ও দলীয় বিবেচনাটাই শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩ অক্টোবর জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে আটটি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চাঁদপুরের কচুয়ায় নূরপুর আ ন ম এহছানুল হক মিলন কারিগরি দাখিল মাদ্রাস ড. এম ওসমান ফারুকের নির্বাচনী এলাকার দুটি স্কুল। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের নেতারা বলছেন, এমপিও [illegible] স্কুল ও হাজারের বেশি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা আবেদন করেছে। নিরপেক্ষভাবে যোগ্যতা না করে লুকিয়ে-ছাপিয়ে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা অন্যায় ও অনৈতিক বলে উল্লেখ করা হ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী শেষ মুহূর্তে অপকর্ম করে বিদায় নিয়েছেন। এসব